লোক দেখানো কাজ ভন্ডামীর চিহ্ন

আস-সালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু।
আউযু বিল্লাহি মিন আশ-শাইতানির রাজিম। বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহিম।
আস-সালাতু ওয়া আস-সালামু 'আলা রাসুলিনা মুহাম্মাদিন সায়্যিদীল আউয়ালিনা ওয়াল আখিরীন।
মাদাদ ইয়া রাসুল আল্লাহ্, মাদাদ ইয়া সাদাতি আসহাবী রাসুল আল্লাহ্, মাদাদ ইয়া মাশাইখিনা,
শেইখ আব্দুল্লাহ দাগিস্তানী, শেইখ মুহাম্মাদ নাযিম আল-হাক্কানী, দাস্তুর।
তারিকাতুনা সোহবাহ, ওয়াল খাইরু ফি জামিয়াহ।

وَلاَ رَطْبٍ وَلاَ يَابِسٍ إِلاَّ فِي كِتَابٍ مُّبِينٍ

"ওয়া লা রাতবিন ওয়া লা ইয়াবিসিন ইল্লা ফি কিতাবিন মুবীন।" (সুরাহ আন'আমঃ৫৯)। "এবং নেই কোন ভেজা বা নেই কোন শুকনা জিনিস যা লিখা না আছে একটি পরিষ্কার বইতে।" সবকিছুই লিখা মহিমান্বিত কুর'আনে। যা কিছুই ঘটবে আদাম (আলাইহি সালাম) এর সময় থেকে শুরু করে কিয়ামাত পর্যন্ত তা লিখা আছে। কুর'আন সবকিছু শেখায় এবং দেখায়। অনেকে একটি সুরাহ দ্রুত পড়ে ফেলে তা ছোট বলে।

আউযু বিল্লাহি মিন-আশ শাইতানির রাজিম। বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহিম।

أَرَأَيْتَ الَّذِي يُكَذِّبُ بِالدِّينِ(١) فَذَلِكَ الَّذِي يَدُعُّ الْيَتِيمَ(٢) وَلَا يَحُضُّ عَلَى طَعَامِ الْمِسْكِينِ(٣) فَوَيْلٌ لِّلْمُصَلِّينَ(٤)

"আর'আইতাল্লাযি ইউকাযযিবু বিদ-দ্বীন। ফা-যালিকাল্লাযি ইয়াদু'উল ইয়াতিম। ওয়া লা ইয়াহ্দু 'আলা তা'আমিল মিসকিন। ফাওয়াইলুন লিল-মুসাল্লীন।" (সুরাহ মা'উনঃ১-৪)। (তুমি কি তাকে দেখনি যে বিচারের দিবসকে অস্বীকার করে? সেই ওই ব্যক্তি যে ইয়াতিমদের তাড়িয়ে দেয়। এবং দরিদ্রদের খাওয়ানোতে উৎসাহ দেয় না। তাই ধিক্কার নামায পালনকারীদের।" অতএব, সুরাহতে বলা হয়েছে 'ধিক্কার' তাদের যারা নামায পড়ে। নামায পালনকারীদের মধ্যে কাদেরকে ধিক্কার দেয়া হয়েছে এবং তাদের অবস্থা করুণা করা হয়েছে?

الَّذِينَ هُمْ يُرَاؤُونَ(٦) وَيَمْنَعُونَ الْمَاعُونَ(٧)

"আল্লাযিনাহুম ইউরা'উন। ওয়াইয়ামনা'উন আল-মাউন।" (সুরাহ মাউনঃ ৬-৭)। "যারা তাদের কাজ দেখিয়ে বেড়ায়। এবং যারা ছোট-খাট সাহায্য করা থেকে বিরত থাকে।" এরাই তারা যারা ভন্ডামীতে

আছে। তারা রিয়া বা লোক দেখানোর জন্য অত্যন্ত ধার্মিকতার সাথে মানুষের সামনে নামায পড়ে। তারা মানুষকে দেখানোর জন্য খুব সুন্দরভাবে নামায পড়ে। তারা মানুষের চোখে নিজেদেরকে ভালো দেখায়, কিন্তু যখন সাহায্য করার ব্যাপার আসে, যখন ইসলামকে সাহায্য করার কথা আসে, যখন মানুষকে সাহায্য করার কথা আসে, তারা সেটায় নিরুৎসাহ দেখায়। আল্লাহ্ আমাদের এই অবস্থা এড়াতে দিন ইনশা আল্লাহ্।

এরকম হয়। যখন শেইখ আসেন তখন সবকাজ হয়ে যায়। যখন তিনি থাকেন না ~ কিচ্ছু না। এটা পুরোই রিয়া। আমরা মানুষের কাজ-কর্ম থেকে রিয়ার সামান্য উদাহরণ দিচ্ছি। আরো অনেক বড় উদাহরণ আছে। দেশ যা কিছুর ভেতর দিয়ে যাচ্ছে তা রিয়া ছাড়া আর কিছু নয়।

রিয়া ভালো নয়। এটা মুনাফিকীর চিহ্ন। তোমাদের সবকিছু আল্লাহ্র জন্য করা দরকার। দেখানোর জন্য কিছু কোরোনা। মুনাফিকেরা মানুষের সামনে শত-শত ডিগবাজী দেয় কিন্তু যখন তারা একা হয় তখন সব নোংরামী তাদের সাথে থাকে।

ভন্ডামীর চরিত্র থেকে দূরে থাকো। আমরা যেন দূরে থাকি ইনশাআল্লাহ্। এটা আল্লাহ্র অপছন্দনীয় একটি চরিত্র। এটা মানুষেরও অপছন্দনীয় একটি চরিত্র। মানুষ এরকম লোকদের বকধার্মিক বলে এবং বকধার্মিক হওয়া কখনোই ভালো গুণ নয়।

মানুষের সামনে সেরকমই হও একা থাকলে তুমি যেরকম থাকো। তোমার অবস্থা যদি ভালো না হয় তাহলে অবস্থা ভালো কর। ঠিক যেভাবে তুমি মানুষের সামনে ভালো থাকো তেমনি যখন একা হও তখনও ভালো থাকো এবং ভালো চরিত্রের হও। তুমি মানুষের সামনে নিজেকে ভালো দেখিয়ে যখন মানুষ থাকে না তখন সব খারাপ কাজ করবে? কেন এটি ভালো নয়? কারণ সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ব্যাপার হচ্ছে আল্লাহ্ (আযযা ওয়া জাল্লা) তোমাকে দেখছেন। তিনি তোমার লোক দেখানো এবং ভন্ডামী দেখেন। আল্লাহ্ আমাদের রিয়া, মুনাফিকী এবং খারাপ নৈতিকতা থেকে রক্ষা করুন।

ওয়া মিনাল্লাহ আত-তাওফিক। আল-ফাতিহা।

হাযরাত শেইখ মুহাম্মাদ মেহমেত আদিল
১২ অগাস্ট ২০১৬/৯ যুল-কিদাহ ১৪৩৭
ফাজর নামায, আকবাবা দারগাহ।